আবেদ চৌধুরী’র দু’টি কবিতা

তুমি ও তারারা

অতীত সৃজনই নীরব বন্যা নারী
তোমার কমলে শ্বেত পুষ্পের ছায়া
তুমি তারে বল বিহান রাতের ফুল
তারে ঘিরে তরু দাঁড়িয়েছে সারি সারি
কি এক ব্যথায় কাঁপিছে মর্মমূল
যেন মৃত্যুতে বিদায় চাইছে কায়া
হৃদয় বিহনে অবলাই তুমি নারী
পাতা উপড়ইছ বিরান করেছ তরু
মৃত্তিকা ফেলে আড়াল করেছো মূল
হৃদয় বিহনে কেঁদে ফিরে যায় কায়া
হৃদয় মাত্র শুধু সম্বল তার
ফাগুন রাত্রে প্রেমের আগুনে পুড়ে
তোমার অগ্নি শুধু উষ্ণতা তার
আধেক শরীর শুধুই কালোয় ছাওয়া
বাকি অর্ধেকে তারার ফুল্কি জ্বলে

এই যে বসন্ত

মাঘ কি ফুরাল বিষুব রেখায় তেজী
সূর্যের আলো ভেঙে দেবে অমানিশা
ফাগুন এখন উচাটন মন প্রেমে
যৌবন আনে প্রতিটি বয়সী চোখে
হিংসাকে বলী আজ দিল ভালবাসা

কিছুটা আগুন কিছুটা আঁধার বুকে
ভাগ্যকে চিনে জীবন করেছো বাজী
চোখের লজ্জা লুকিয়েছ কাল ফ্রেমে
চোখ যা চায়না মন তা করতে রাজি

কোকিল-কণ্ঠ কেন সে কবিতা খোঁজে
ঋতুর শব্দে সঙ্গীত মেশা যত
তবু তারে ভুলি শব্দের মোহে মজে
সুর কি কখনো বাক্যের অনুগত?

কোকিল-কণ্ঠ মাঘের কুয়াশা ভুলি
আজি এ প্রভাতে ফাল্গুন বেশে সাজে
হলুদ বরণ ছেড়া কুয়াশার পিছে
হয়ত ঈশানী ঝড় গুলি অনাগত
তাতে কি লজ্জা এলোমেলো হাওয়া আছে
হৃদয় বাজালে এখনি হয়ত হবে
প্রাণ নিংড়ানো উষ্ণ হাওয়ার তৃষা
ফাল্গুন জানে তার প্রতি কলরবে
অনাগত কোনও আষাঢ় শব্দ মেশা